

KvKov Pvl cKí :

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ইফাদ এর অর্থায়নে Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) Project এর আওতায় কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প টি কোস্ট ট্রাস্ট বাস্তবায়ন করেছে। কক্সবাজার জেলার সদর, টেকনাফ, চকরিয়া, মহেশখালী ও উখিয়া উপজেলার ৭৫০০ জন কাঁকড়া চাষী প্রকল্পের আওতাভুক্ত। ৩৩ মাস মেয়াদী প্রকল্পটি মার্চ ২০১৮ সাল হতে শুরু করে ডিসেম্বর ২০২০ মাস পর্যন্ত চলবে।

cKí wUi j 9i :

উন্নত পদ্ধতিতে কাঁকড়ার চাষ ও মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে কাঁকড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

cKí i Rbej cãvb BÜvi †fbkb mgn:

- কাঁকড়া হাচারী স্থাপন।
- মা কাঁকড়ার খামার স্থাপন।
- সমস্যা সমাধানে ইস্যু ভিত্তিক সভা।
- ক্রস ভিজিট
- চাষীদের নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।
- সার্ভিস প্রোভাইডার প্রশিক্ষণ।
- কাঁকড়া চাষীদের আধুনিক কলাকৌশল ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
- ফড়িয়া-ডিপো মালিকদের কাঁকড়া সংরক্ষণ ও প্যাকেজিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

KvKov Pvl K†i †h-

খুবই সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার শিলা কাঁকড়ার আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক চাহিদা এবং মূল্য রয়েছে। প্রতি বছর অনেক দেশ কাঁকড়া আমদানি করে থাকে। এশিয়ার দেশগুলো বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনের মত দেশ এ কাঁকড়া রপ্তানি



করে। বিশ্ববাজারে চাহিদা ও দাম থাকায় আমাদের দেশে কাঁকড়া রপ্তানি বেড়েছে, পাশাপাশি তার আহরণও বেড়েছে। সাধারণত সাগর বা খাল থেকে কাঁকড়া আহরণ করে সরাসরি অথবা মোটাতাজাকরণ করে বিক্রির প্রক্রিয়া কক্সবাজারে বেশি প্রচলিত। এ অবস্থায় পেইস-কাঁকড়া চাষ প্রকল্পের প্রতিনিধিরা কাঁকড়া চাষীদের আধুনিক কলাকৌশল ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাঁকড়া চাষে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে। এতে আগের তুলনায় কাঁকড়া ঘের তৈরি করে চাষ করা বা মোটাতাজাকরণে আগ্রহীদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। চকরিয়ার বদরখালিতে এমনই এক আগ্রহী তরুন উদ্যোক্তা তৈহিদুল ইসলাম। নভেল করোনা ভাইরাসের মহামারীর প্রভাবে বর্তমানে কাঁকড়া রপ্তানি প্রায় বন্ধ। আর কতদিন এ মহামারী টিকে থাকে তা আমরা কেউ জানিনা। আশংকার এ সময়েও উদ্যোক্তা তৈহিদুল পূর্ণ উদ্যমে কাঁকড়া ঘের কাঁকড়া চাষ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ করে কম দামে বিক্রি করতে পারলে লাভ না হলেও অন্তত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবেন বলে তিনি মনে করেন। পেইস-কাঁকড়া প্রকল্পের আওতায় গত মাসে এ উদ্যোক্তাকে বিশ হাজার

টাকার অনুদান দেওয়া হয়েছে। তিনি এ ঘেরে ত্রিশ হাজার টাকার কাঁকড়া চাষ করছেন। রপ্তানি আবার চালু হবার সাথে সাথেই যেন কাঁকড়া যোগান দিতে পারেন সে লক্ষ্যেই মোটাতাজাকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন এ উদ্যোক্তা। এ রকম হাজারো উদ্যোক্তা তৈরি করে প্রাকৃতিক কাঁকড়ার আহরণ কমিয়ে চাষের মাধ্যমে কাঁকড়া রপ্তানির যোগান তৈরিতে অভ্যস্ত করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

Avevi KvKov i Bwmb eÜ, wecv†K c†o†Qb KvKov Pvl x I e"emvqxi v

চীনের উহানে নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পর থেকে প্রথমে চীন ও পরে অন্যান্য দেশ কাঁকড়া আমদানি বন্ধ রেখেছিল। তখন সব মিলিয়ে এক অনিশ্চয়তায় ছিল কক্সবাজারের কাঁকড়ার সাথে যুক্ত মানুষের জীবন। পরবর্তীতে দাম কম হলেও ধীরে ধীরে কাঁকড়া রপ্তানি শুরু হয়েছিল। গত মাসে আকার ও গুণাগুণ অনুসারে কাঁকড়া দাম এখন ৩০০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে বলে জানান টেকনাফ উপজেলার হাীন্দ্রা সফল একজন কাঁকড়া চাষী শামসুল আলম। এখন আবার কাঁকড়ার রপ্তানি বন্ধ রয়েছে। সব মিলিয়ে এক অনিশ্চয়তায় কাটছে কক্সবাজারের কাঁকড়ার সাথে যুক্ত মানুষের জীবন।

| 2020 mv†j i Gwçj | j 9i'gvi v | AR† |
|---|------------|-------|
| gv†mi Kvhwëei Yx | | |
| আধুনিক কলাকৌশল | ১৮ টি | ০ টি |
| বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ | | |
| এভিসিএফ দের খামার পরিদর্শন | ৮০ টি | ৬৭ টি |
| বিভিন্ন ধরনের কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ প্রদর্শনী | ২০ টি | ১২ টি |

mhw` Kxç: সৃষ্টির জন্য কাঁকড়া-র তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশে যারা লেখা পাঠিয়ে এবং অন্যান্যভাবে সহযোগিতা করেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

we`lwi Z Z†_i Rb" †hwM†hwM Ki †t কোস্ট ট্রাস্ট, পেইস-ক্রাব প্রকল্প, আনাস ভিলা, খুরুশকুল রোড, কক্সবাজার। মোবাইলঃ ০১৩১৩৭৯৮৮৬৫, ইমেইলঃ chayonkumar@coastbd.net